অসমাধিত সংবিধান

কান পেতে শোন বাতারের হুংকার
দ্যাখ উত্তাল সমুদ্র আবার গর্জে উঠেছে
তবু তোমার কার্ণিশে দারস্থ আজও অন্য প্রভাত আমার বুকের গলিতে একটি পরিত্যক্ত অন্ধকার ঘর।

আজ শুধু একটি কথা জেনে রেখো,
ভরা জলের কলসিতেও মিথ্যা ঘুমের ভনিতায়,
সময়কে বিচলিত করে দেহ-মন নিয়ে অভিনয়ে মেতে সুখী হওয়া যায় না কোনদিন সংসারে,
একটিবার স্বপ্নীল ঘুম থেকে জেগে তাকিয়ে দ্যাখ সাজানো স্বপ্ন টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যাচ্ছে, নেত্র দুটো কি খুব গোপনে কষ্ট পাচ্ছে ভীষণ ? নাকি সত্যের পর্দা সরে মিথ্যায় মিশে যেতে দেখেও নির্বাক তোমার সংলাপহীন নাটকীয় মন।

সব কিছু জেনে বুঝেও নিয়তিকে হেঁকে
সময়কে ধীর পায়ে ধাবিত হতে দেখা মৃত্যুর দিকে যেন ফটোফ্রেমে বাঁধানো জীবনে,ধুলোর আস্তরণ হঠাৎ সব আবরণ মুছে নতুন পাথরে লেখাবো নাম
তবু ভালোবাসা বলে চিৎকার করে হৃদয় অলিন্দে মৃত্যুর বুকে মাথা রাখি নির্দ্বিধায় সজ্ঞানে!

তুমি তো অসমাধিত সংবিধান সংশোধনহীন
এমন একটি সত্য যা ঢাকা গোপন ব্যথার পাথরে কিঞ্চিৎ আলোর কুসুম দলিত ভাবনার করিডোরে আমার মৃত্যু সিঁথানে তুমি যেন হ্যামলেট কিংবা ম্যাগবেদের মতই কোন প্রেমিক পুরুষ।

দমকা হাওয়া

ওলট-পালোট সকল ছবি, যায় না ধরে রাখা, দমকা হাওয়ায় উড়ছে সবই-তাই যে ঝুলি ফাঁকা।।

ঝড়ো হাওয়ায় পড়লো ঝরে, আমের মুকুল সব, বাঁশ বাগানের পাখীগুলো-করছে কলরব।।

গোয়াল ঘরের গরু উড়ে-পুকুরে উড়ে মাছ,
বসত বাড়ীর চাল উড়ে, রাস্তায় উড়ে গাছ।।

গো খাদ্য উড়ে এখন-দোকান দারের ঘরে, গোয়াল ঘরের চাড়ি উড়ে-মাছ ধরা পুকুরে।।

ফাঁকা বুলিতে নেতা উড়ে, নকলে উড়ে পড়া, জ্ঞান পাপীরা অফিসে উড়ে-কাজের কর্ম সারা।

পাখীর পালক খসে পড়ে-তেলের গজায় পাখা,
ফটকা বাজ আকাশে উড়ে, যায় না ধরে রাখা।

বাজার উড়ে, শিক্ষা উড়ে, দেশ উড়ে লু-হাওয়ায়, থামে না সব ভেঙে পড়ে, দুষ্ট দমকা হাওয়ায়।।

স্মৃতিময় বর্ষা

বারান্দায় দাঁড়িয়ে গিল্লুমামা
‘এই-এই হচ্ছেট কী?’
ধমক দিয়েছিল রেগে,
বৃষ্টিতে ভেঁজা দারুণ খেলার
আমরা গিয়েছি ভেগে।

কই যে গেল সেই দিনগুলো
ফিরে যেতে এখনও –
খেলা করে মনে স্মৃতিগুলো।

“এই ভেঁজো না জ্বরে ভুগবে ঘরে ফিরে আয় তোরা।’ থামাতে মামার চিৎকার, দমেনি ছেলেবেলার ছুটাছুটি আনন্দ নেয়া বর্ষার।

সুখের দিনে

সুখের দিনে বন্ধু ছিল দুখের দিনে কাছে নাই, এমন মানুষ বন্ধু বলে কষ্ট রাখছি বুকে ভাই।

হাসি মুখে বলত কথা
থাকবে আমার পাশে খুব, আমার কষ্ট দেখে বন্ধু অচিনপুরে দিছে ডুব।

এখন আমি নিত্যনতুন
মানুষ শুধু দেখে যাই, গুণগুনিয়ে দুখের গীতি একা একা আমি গাই।

মানুষ কবে মানুষ হবে বন্ধুর মত বন্ধু কই? আমার মত কপাল খারাপ
ক্যামনে এসব আমি সই।

তবুও আমি বন্ধুর তরে প্রভুর কাছে এটাই চাই, এমন বন্ধু এই ভুবনে
আর দিওনা তুমি সাঁই।

কেউ কি আছো

কেউ কি আছো দেখা করবে আমার সাথে, হোক অন্ধকার, হোক ঝড়-ঝঞ্ঝা, হোক মেঘে ঢাকা কালো রাত।
প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে, গোপনে, সংগোপনে, বেলা, অবেলায়, অবহেলায়।
কেন হয় না ভোর, সূর্যের তাপ প্রখর।
কেন ঘাস ফড়িং দেরি করে বসে-সবুজ ঘাসেতে, ফুলের সুভাষ- ঘ্রাণ কেন মুগ্ধতা নাহি টানে?
আসে না সুঘ্রাণ নাশিকাতে।
ঝড়ের কালে, বটবৃক্ষের তলে আশ্রয় জমা হবে কি?
নাকি ভূতের হাউ মাউ খাওয়ের চিৎকার চেচামেচির আয়োজন।
কেউ কি আসবে, অমাবস্যার ঘুটঘুটে সেই ক্ষণে- জোনাকি পোকার মতো মিটিমিটি আলো জ্বেলে।
পিছলে পড়ে থেঁতলে গেছে কোমড়ের চারপাশ আসবে কি কেউ?
টেনে তুলবে-সেবার আশ্রমে।
আমার মমতায় পালিতরা আজ গগন-চুম্বী ইচ্ছায় লালন করে লোভ!
আমাকে দেখলে নাক ছিট কায়, যেন, জ্বালা-জ্বালা-জ্বালা। আমারও জ্বলে ওদের ঔদ্ধত্যে!
সে সব এখন থাক, আছো কি কেউ?
কেউ কি আছো-ঐ দেখো ধেয়ে আসছে আশঙ্কা, আমার ধ্যান, আমার জ্ঞান, তিল তিল করে গড়ে তোলা আমার জগৎ ওরা লুটপাট করে, আমার আব্রু ছিড়ে ফেলে, লোভ-লালসায়! থাক সে সব কথা।
মায়াময়ী কেউ কি আছো? আমায় জড়িয়ে ধরার? কেউ কি আছো? তাহলে এসো, এসো, হারিয়ে যাচ্ছি কালের বাঁকে।

বৃষ্টি

বর্ষাকালে অঝোর ধারায় বৃষ্টি যখন ঝরে,
টাপুরটুপুর বৃষ্টির ধ্বনি হৃদয় হরণ করে।

বৃষ্টি দেহে আনে স্বস্তি উষ্ণতা করে দূর,
মুষলধারার বৃষ্টির জলে ভিজতে লাগে মধুর।

বৃষ্টির জলে ভরা নদী ইশারায় যে ডাকে,
মাছের ঝাঁকের খেলা দেখতে বসে তারই বাঁকে।

সাদা-হলদে কদম ফুলে
সদা ছড়ায় শোভা,
বৃষ্টির ফাঁকে দেয় যে উঁকি দিবাকরের প্রভা।

জুঁই কামিনী কেয়া ফুলে সুবাস ছড়ায় বনে,
রিমঝিম বৃষ্টি দেখতে মজা
বসে ঘরের কোণে।

বৃষ্টির প্রেম

বর্ষা এসে গেছে –
তুমি আসোনি মণিরাজ
দু’চোখে বৃষ্টি নিয়ে কবিতায় তোমায় খুঁজি। সম্মোহনে বুঁদ হয়ে থাকি সমস্ত সত্ত্বায়

জল রঙে এঁকেছি তোমায়,
মুদ্রন অক্ষরে সাজিয়েছি তোমায়,
নাহ্ মন ভরছেনা কিছুতেই
বারবার একঝাক মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে
ওই মেঘ বৃষ্টি মণিরাজের প্রেমের খবর দিচ্ছে।

রান্নাঘরের কান্না

পেঁয়াজ ছাড়া রান্নাবান্না
তেলের বদল পানি,
আমায় ছাড়া রাঁধছো রান্না
কয় মরিচে জানি।

ইফতারে খাও বরই তোমরা
দেশীয় ফল ভালো,
বেগুনের দাম আকাশচুম্বী কুমড়োয় বেশন ঢালো।

আদা রসুন বাদ দিয়ে দাও শাকপাতা সব খাবে,
বাঁচবে টাকা ভাগ্যের চাকা হায়াতটা ফাও পাবে।

বাঁচাও বনের পশুপাখি গোস্ত নাহি খেও,
সখ্য গড়ে জলে ভাতে
দিন পার করে যেও।

মিতব্যয়ী হও রে মানুষ বাজার এখন গরম,
জীবন বৈরী হালহকিকত
নয় দোকানী নরম।

আবেদ কাকা

লুটছে টাকা আবেদ কাকা গড়ছে বাড়ি গাড়ি,
মাথায় টুপি ধরছে চুপি কাউকে নাহি ছাড়ি।
আবেদ কাকা ঘুরায় চাকা সাথে ছিলো কারা,
থাকে বেহুশ নিতে যে ঘুস আবেদ এর স্যার যারা। মিথ্যে দিয়ে ভেঙে হিয়ে কী লাভ হলো তবে,
সব বলে যায় করে হায় হায় ক্যামনে এমন হবে?
জানতো কাকা হবে বাঁকা পড়বে একদিন ধরা,
সবাই ব্যস্ত করতে ন্যস্ত
আবেদ জিন্দা মরা।
আহারে দেশ করছে সব শেষ
আবেদের স্যার গুলো,
আবেদ জেলে সব কিছু ফেলে
বসে খাবে মুলো।

বর্ষায় ফুলের মেলা

কদম ফুলের মেলা বসেছে
প্রকৃতির মাঝে,
ধরণীর বুকে রঙিন ফুল
নানা রঙে সাজে।

কদম ফুলের মিষ্টি ঘ্রাণে
মাতোয়ারা মন,

বৃষ্টিস্নাত কেয়া ফুলের সুবাসিত ক্ষণ।

ভীড় জমায় কদমতলায়
প্রজাপতি দল,
শাপলায় ভরা বিলের জল করে টলমল।

বেগুনী রঙের কচুরিফুলে সাজে জলাশয়,
কলমিলতার রঙিন ফুল
মন করে জয়।